Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে এতেকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হালিমা সাদিয়া

রোলঃ 216022418

২৮ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে এতেকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হালিমা সাদিয়া

রোলঃ 216022418

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন ও হাদিসের আলোকে এতেকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হালিমা সাদিয়া , আইডিঃ 216022418 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও হাদীসের আলোকে এতেকাফের গুরুত্ব ও ফজিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Halima Sadia

(স্বাক্ষর)

হালিমা সাদিয়া

আইডিঃ 216022418

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৮ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা...5

ইতিকাফ কাকে বলে 6

ইতিকাফের বিধান এবং শুরু ও শেষ:...7

ইতিকাফের সূচনা:..8

ইতিকাফের উদ্দেশ্য:..8

ইতিকাফের কয় ধরনের...9

ইতিকাফের গুরুত্ব এবং অপরিসীম উপকারিতা.......................................10

ইতিকাফের শর্তাবলি...16

ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান..16

ইতিকাফে বসে কী কী আমল করবেন? 20

যেসব কারণে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যায় এবং কাজা করতে হয়.......................23

এতেকাফ অবস্থায় যেসব জিনিস মাকরুহ 25

এতেকাফের মুস্তাহাব ও আদব সমূহ...25

ওয়াজিব এতেকাফ(মান্নতের এতেকাফ) এর মাসায়েল 26

ইতিকাফ সুন্দর করতে করণীয় 27

ইতিকাফ অবস্থায় করণীয় 28

মসজিদের থাকার কিছু আদব...31

ই'তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ 33

ই'তিকাফ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য শর্ত..34

❑ নারীদের ইতিকাফের স্থান:..35

❑ নারীদের ইতিকাফ-সংক্রান্ত বিধানসমূহ...36

যারা ইতিকাফে বসবেন তাদের প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নসিহত 40

উপসংহার 43

ভুমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হল ইতিকাফ।
দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততাকে পাশে ঠেলে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহর ঘর মসজিদে অবস্থানের এই যে বিধান- নিঃসন্দেহে তা বান্দার প্রতি রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় ইহসান। বান্দার উচিত এই মহান বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং আবেগ ও মহব্বতের সাথে এই আমলের প্রতি উৎসাহী হওয়া।

দুনিয়ার জীবন ব্যস্ততাবহুল। জীবনের সকল অনুষঙ্গই এমন, যা মানুষের ধ্যান ও চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, স্বপ্ন, কর্ম, লক্ষ্য ইত্যাদি বহু বিষয় মানুষকে শতধা-বিক্ষিপ্ত করে রাখে। তাই সহজেই সুযোগ হয় না পরকালীন জীবন নিয়ে ভাবার; কিংবা একান্ত মনোযোগের সাথে ইবাদতে মগ্ন হওয়ার। ইতিকাফ সেই সুযোগকেই অবারিত করে। বান্দাকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হতে সাহায্য করে।

ইসলামে ইতিকাফের বিধান অনেক প্রাচীন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤی اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآىِٕفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.۝

আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে সেইসকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু ও সিজদা করবে। -সূরা বাকারা (২) : ১২৫

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইতিকাফের বিধান হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.-এর যামানাতেও ছিল।

তাছাড়া এক হাদীসে এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ইতিকাফের মান্নত করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে নবীজী তাকে সেই মান্নত পুরা করার নির্দেশ দেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৩(মাসিক আল কাউসার)

ইতিকাফ মাহে রমজানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মাহে রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা সুন্নত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইতিকাফ করতেন। সাহাবায়ে কেরামও ইতিকাফ করতেন। ইতিকাফের মাধ্যমে মুসলমানগণ আল্লাহর জিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে শবে কদর তালাশ করে। সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করে থাকে।

ইতিকাফ কাকে বলে

ইতিকাফ আরবি শব্দ। এর সাধারণ অর্থ—অবস্থান করা। শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ বলা হয়, পুরুষের জন্য নিয়তসহ এমন মসজিদে অবস্থান করা, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। আর মহিলাদের ইতিকাফ হলো, নিয়তসহ ঘরের ভেতরে নামাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা।

ইতিকাফ এমন এক মহান ইবাদত, যেটিকে নবিজি শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন।

আরবি ইতিকাফ শব্দের অর্থ হলো: নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, একাকী অবস্থান করা ইত্যাদি। পরিভাষায় ইতিকাফ হলো, দুনিয়াবি সকল কাজ ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা।

ইতিকাফের বিধান এবং শুরু ও শেষ:

আলিমগণের সর্বসম্মত (ইজমা) মতানুসারে, রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা সুন্নাহ, এটি ওয়াজিব (আবশ্যক) নয়। [ইমাম নববি, আল-মাজমু': ৬/৪০৪; ইমাম ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনি: ৪/৪৫৬]

.

হানাফি ইমামগণের মতে, এটি সুন্নাহ তবে, তাকিদপূর্ণ সুন্নাহ কিফায়া। অর্থাৎ, এক মহল্লার মধ্যে কমপক্ষে একজন ইতিকাফ করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। না হয় সবাইকে গুনাহগার হতে হবে।

.

রামাদানের ইতিকাফ ১০ দিনই করতে হয়। ২০ রামাদানের সূর্যাস্তের পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। কারণ সূর্যাস্ত থেকে ২১তম রামাদান শুরু হয়ে যায়। আপনারা জানেন, আরবি দিবস বা তারিখ শুরু হয় সূর্যাস্ত থেকে, এরপর শেষ হয় পরের দিন সূর্যাস্তের আগে। অর্থাৎ, আগে দিন পরে রাত। সহজে বললে, রামাদানের ২০ তারিখে ইফতার বা মাগরিবের ওয়াক্ত (সূর্যাস্ত) শুরু হওয়ার আগেই ইতিকাফের উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। সূর্যাস্ত থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ইতিকাফ শুরু হয়ে যাবে। আর সেটি চলবে ঈদের চাঁদ ওঠা পর্যন্ত (১০ দিন)। রাতে যখন শাওয়াল মাসের (ঈদের) চাঁদ দেখা যাবে, তখনই চাইলে ইতিকাফ শেষ করে ফেলা যাবে। তবে, কেউ চাইলে ঈদের রাতটা মসজিদেই কাটিয়ে আসতে পারে। এটি ভালো। আলিমগণ এমনটিই বলেছেন।

আর, যারা নফল ইতিকাফ করতে চান, তাদের জন্য বিষয়টি খুব সহজ। তারা এক দিন, এক রাত, বা কয়েক দিন কিংবা কয়েক রাত অথবা কয়েক মুহূর্তের জন্যও ইতিকাফ করতে পারেন। কেউ চাইলে শুধু রামাদানের বিজোড় রাতগুলোতেও নফল ইতিকাফ করতে পারবেন। নফল ইতিকাফ রামাদানের বাইরেও করা যায়। যারা

রামাদানে ১০ দিনের সুন্নাত ইতিকাফ করতে পারবেন না, তারা অন্তত নফল ইতিকাফ করতে পারেন। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ সবার জন্য একই কথা।

ইতিকাফের সূচনা:

ইতিকাফের সূচনা হয়েছিলো বহু আগে থেকে। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, ''আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম: তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সিজদা আদায়কারীদের জন্য পরিচ্ছন্ন করো।'' [সুরা বাকারাহ, আয়াত: ১২৫]

ইতিকাফের উদ্দেশ্য:

ইতিকাফের উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টির সাথে যাবতীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে একান্ত নিভৃতে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা, যাতে মানবমনের যাবতীয় চিন্তা জুড়ে কেবল আল্লাহর যিকর, তাঁর ভালোবাসা এবং আকর্ষণই প্রাবল্য লাভ করে। [ইমাম ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ: ২/৮৭]

.

সেজন্য উত্তম হলো, এমন মাসজিদে ইতিকাফ করা, যেখানে মানুষ চিনবে না। ফলে কেউ তার সাথে কথা বলতে আসবে না। সে নিরবে আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকতে পারবে। এছাড়া, ইতিকাফের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, লাইলাতুল কদর তালাশ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''আমি (রমাদানের) প্রথম ১০ দিন ইতিকাফ করে এ রাতটি খুঁজলাম, এরপর মাঝের ১০ দিন ইতিকাফ করলাম। অতঃপর আমার কাছে (ফেরেশতা) আসলেন। আমাকে বলা হলো, এ রাতটি শেষ দশকে রয়েছে। সুতরাং, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন ইতিকাফ করে।'' [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ২৬৬১]

.

- তাছাড়া, ইতিকাফের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো: নিজের কামনা-বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রবৃত্তিদমন ও অহেতুক কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা। আল্লাহ তায়ালার ইতিকাফ এ বিষয়ে নজিরবিহীন সমাধানের পথ, ইনশাআল্লাহ।

ইতিকাফের কয় ধরনের

ইতিকাফ তিন ধরনের। যথা—১. ওয়াজিব : ওয়াজিব ইতিকাফ হলো, মানতের ইতিকাফ; যেটা কোন কাজের উপর মান্যত করার কারণে ওয়াজিব হয়।অর্থাৎ কেউ যদি মানত করে, 'আমার কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হলে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ার্থে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইতিকাফ করব।' কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে গেলে অবশ্যই ইতিকাফ করতে হবে। যতদিনের নিয়ত করবে ততদিনের এতেকাফ করা জরুরী। এই ইতিকাফের জন্য রোজা রাখা শর্ত। রোজা ছাড়া এই ইতিকাফ আদায় হবে না।

২. সুন্নতে মুয়াক্কাদা : সুন্নতে মুয়াক্কাদা ইতিকাফ হলো, মাহে রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনগুলিতে এতেকাফ করতেন।এটি মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে কমপক্ষে একজন মানুষ হলেও আদায় করতে হবে। নতুবা সবাই গোনাহগার হবে।

৩. মুস্তাহাব বা নফল : মুস্তাহাব, নফল এতেকাফ হলো, ইহার জন্য কোন সময় বা দিনকাল নির্দিষ্ট নাই। যতক্ষণ বা যতদিন ইচ্ছা করা যাবে এমনকি কেউ সারা জীবনের জন্য এতেকাফের নিয়ত করলেও জায়েজ হবে। তবে কম সময়ের জন্য এতেকাফের নিয়তের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি এর মতে একদিনের কম এতেকাফ জায়েজ নয়। ইমাম মোঃ রহমতুল্লাহি আলাইহির মতে সামান্য সময়ের জন্য এতেকাফ করা জায়েজ আছে। আর এই মতের উপরেই ফতোয়া। তাই

প্রত্যেকের উচিত হইল যখন মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন এতেকাফের নিয়ত করিয়ে নিবে। তা তাহলে যতক্ষণ সে নামাজ ইত্যাদি অন্যান্য এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকিবে ততক্ষণ সে এতেকাফের সওয়াব পাইতে থাকবে।(ফাজায়েলে আমল) কিছুক্ষণের জন্য ইতিকাফের নিয়ত করে মসজিদে অবস্থান করা। এটা অত্যন্ত বরকতময় ও সওয়াবের কাজ। স্বাভাবিকভাবে সবাই মসজিদে প্রবেশ করার সময় ইতিকাফের নিয়ত করলে ইতিকাফও আদায় হবে, সওয়াব পাওয়া যাবে।

রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফমাহে রমজানের শেষ দশকে অর্থাৎ বিশ রমজান নিয়তসহ সূর্যাস্তের আগে মসজিদে প্রবেশ করে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা বা ইতিকাফ করাই হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া। অর্থাৎ মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে একজন ব্যক্তি ইতিকাফ করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। মহল্লাবাসীর কেউ যদি ইতিকাফ না করে, তাহলে সবাই গোনাহগার হবে।

ইতিকাফের ফজিলতইতিকাফ দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা মাহে রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহে রমজানের শেষ দশকে আজীবন ইতিকাফ করতেন।' (তিরমিজি : ৭৯০)।

ইতিকাফের গুরুত্ব এবং অপরিসীম উপকারিতা

আবূত-তাহির (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। নাফি (রহঃ) বলেন, মসজিদের যে স্থানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করতেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) তা আমাকে দেখিয়েছেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ - رضى الله عنه - الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَسْجِدِ

ইবনু আবূ উমর, আমর ইবনু সাওয়াদ মুহাম্মাদ ইবনু রাফি, সালামা ইবনু শাবীব ও যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবূ মু'আবিয়া (রহঃ) বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। ইবনু উয়ায়না আমর ইবনুল হারিস ও ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় আয়িশা (রাঃ), হাফসা (রাঃ) ও যয়নব (রাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে তারা ইতিকাফের উদ্দেশ্যে তাঁবু খাটিয়েছিলেন।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ، وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ، سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ - رضى الله عنهن - أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلاِعْتِكَاف.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه

কুতায়বা ইবনু সা'দ (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকেই ইতিকাফ করতেন। তার ইন্তেকালের পর তার সমধর্মিগীগণও ইতিকাফ করতেন।

(১) আয়িশা (রা.) বলেন, 'মহান আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যু দেওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। তাঁর (ইন্তিকালের) পর তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ করতেন।' [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ২৬৭৪]

.

(২) রামাদানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ আদায় করলে লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য নসিব হয়। নবিজি এই উদ্দেশ্যেই ইতিকাফ করতেন।

.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি (রমাদানের) প্রথম ১০ দিন ইতিকাফ করে এ মহান রাতটি খুঁজলাম, এরপর দ্বিতীয় ১০ দিন ইতিকাফ করলাম। অতঃপর আমার কাছে (ফেরেশতা) আসলেন। আমাকে বলা হলো, এ রাতটি শেষ দশকে রয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন ইতিকাফ করে।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ২৬৬১]

.

(৩) ইতিকাফের (দশ দিন দশ রাত) পুরো সময়টাই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

.

ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, "সে পাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং তার নেকির প্রতিদানের মধ্যে সর্বপ্রকার নেকি সম্পাদনকারীর ন্যায় নেকি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।" [ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ১৭৮১: হাদিসটির সনদ দুর্বল]

.

(৪) ইতিকাফকারী বান্দাকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করবেন।

.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক দিন ইতিকাফ করবে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মাঝে তিন পরিখা পরিমাণ দূরত্ব তৈরি করে দেবেন। প্রত্যেক পরিখার দূরত্ব দুই দিগন্তের চেয়েও বেশি।" [ইমাম বাইহাকি, শু'আবুল ঈমান: ৩৯৬৫; হাদিসটির সনদ কারও মতে হাসান, কারও মতে দুর্বল]

.

(৫) আল্লাহর সান্নিধ্যে জীবনের পরিবর্তন:

.

মাসজিদের পরিবেশে, একান্ত নিভৃতে ১০ দিনের এই সময়টা বান্দাকে ধৈর্যশীল, সহনশীল ও আল্লাহমুখী করে তোলে।

.

ইমাম ইবনুল জাওযি (রাহ.) বলেন, 'দেখলাম কিছু লোক খুব নামাজ পড়ে, তিলাওয়াত করে ও রোজা রাখে; কিন্তু তাদের হৃদয় যেন ছুটন্ত ঘোড়া। আবার, কিছু লোক নামাজ পড়ে সামান্য, রোজাও রাখে পরিমিত, কিন্তু তাদের অন্তর অত্যন্ত নিবিড়, একান্ত এবং শান্ত ও স্থির। আমি বুঝলাম, আল্লাহকে পেতে হলে বেশি ইবাদত নয়, বরং অধিক নির্জনতার প্রয়োজন।' [ইমাম ইবনুল জাউযি, সইদুল খাতির, পৃষ্ঠা: ৩৫৫]
ইতিকাফকারীর জন্য হজ ও ওমরার সওয়াব ইমাম বায়হাকি বর্ণনা করেন, হুসাইন ইবনে আলী (রা.) সূত্রে বর্ণিত; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি মাহে রমজানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করবে, সে যেন দুটি হজ ও দুটি ওমরা করেছে।' (কাশফুল গুম্মাহ : ১/২১২)।

ইতিকাফকারী আল্লাহর মেহমান যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মাহে রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করে, তাদেরকে আল্লাহতায়ালা মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন তারা যা দোয়া করে, আল্লাহতায়ালা তা কবুল করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ইতিকাফকারী ইতিকাফের কারণে গোনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং সব নেকির সওয়াব অর্জন করে।'(আল মুগনি : ৩/৪৫৫)।

ইতিকাফকারীর জন্য জান্নাতে মহল তৈরিযারা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশে নিজের আরাম-আয়েশ এবং আলিশান ঘরবাড়ি ত্যাগ করে অল্প সময়ের জন্য মসজিদে ইতিকাফ করবে, আল্লাহতায়ালা বেহেশতে তাদের জন্য মনোরম মহল তৈরি করবেন। রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় এমন মসজিদে ইতিকাফে থাকবে, নামাজ এবং কোরআন তেলাওয়াত ছাড়া কোনো কথা বলবে না, তার জন্য বেহেশতে মহল তৈরি করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যাবে।' (কাশফুল গুম্মাহ : ১/২১২)।(কালেক্টেড)

ইতিকাফ শিআরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি মাসনূন আমল। উপরন্তু রমযানের ফযীলত ও বরকত লাভ করার ক্ষেত্রে ইতিকাফের ভূমিকা অপরিসীম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদানী জীবনে কেবল একটি রমযানে (জিহাদের সফরে থাকার কারণে) ইতিকাফ করতে পারেননি। তাই পরবর্তী বছর ২০ দিন ইতিকাফ করে তা পূরণ করে নিয়েছেন। এছাড়া তিনি সব রমযানে ইতিকাফ করেছেন। সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে ইতিকাফে শরীক হয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكِفُ العشرَ الأواخِرَ من رمضانَ، فلم يعتكِفْ عاماً، فلما كان العامُ المُقْبِلُ اعتكفَ عشرينَ ليلةً.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর ইতিকাফ করতে পারেননি। পরবর্তী বছর বিশ রাত (দিন) ইতিকাফ করেছেন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৬৩

ইতিকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর লাভ করার সম্ভাবনাও অনেক বেশি থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর লাভের আশায় একবার রমযানের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করেন। এরপর কয়েকবার ইতিকাফ করেন মাঝের দশ দিন। এরপর একসময় শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতে শুরু করেন এবং ইরশাদ করেন-

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

তোমরা রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২০

আরো দ্রষ্টব্য : লাতাইফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা ৩৫৩

আরেক হাদীসে এসেছে-

كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا...

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের মাঝের দশ দিন ইতিকাফ করতেন। এক বছর এভাবে ইতিকাফ করার পর যখন রমযানের ২১তম রাত এল... তিনি ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে ইতিকাফ করেছে সে যেন শেষ দশকে ইতিকাফ করে। কারণ আমাকে শবে কদর সম্পর্কে অবগত করা হয়েছিল (যে, তা শেষ দশকের অমুক রাত।) এরপর তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ... সুতরাং তোমরা শেষ দশকে শবে কদর অন্বেষণ কর এবং প্রতি বেজোড় রাতে অন্বেষণ কর। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৭

ইতিকাফের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফায়দা হল- ইতিকাফকারী অত্যন্ত পবিত্র ও গোনাহমুক্ত পরিবেশে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে তার অবস্থানটিই এক ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। তাই সে অবসর সময়ে কোনো আমল না করলেও দিনরাত তার মসজিদে অবস্থান করাটাই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

এমনিভাবে ইতিকাফকারী দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে। আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিজেকে পূর্ণ প্রস্তুত করে আল্লাহ-অভিমুখী হয়। অভিজ্ঞজনমাত্রই জানেন, এটা যে কারো জন্য, যে কোনো সময় সহজেই সম্ভব হয় না।

তাছাড়া ইতিকাফের মাধ্যমে রোযার যাবতীয় হক ও আদাব রক্ষা করার তাওফীক হয়।

সর্বোপরি ইতিকাফ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত একটি ইবাদত। যার ফায়েদা ও প্রভাব মানুষের মন ও মননে এবং জীবন ও জগতে অনেক গভীর হয়ে থাকে।(মাসিক আল কাউসার)

ইতিকাফের শর্তাবলি

১. নিয়ত করা। নিয়ত ছাড়া সারাজীবন মসজিদে অবস্থান করলেও ইতিকাফ হবে না।২. এমন মসজিদে ইতিকাফ করা, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নিয়মিত জামাত হয়। জাওয়াহিরুল ফিকহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট ইমাম ও মুয়াজ্জিন যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করে, এমন মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ শুদ্ধ হবে না।৩. হায়েজ নেফাজ থেকে পবিত্র হওয়া

ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান

১. ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হলো, মসজিদে হারাম।২. এরপর মসজিদে নববি।৩. এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস।৪. তারপর জামে মসজিদ।৫. এরপর যে মসজিদে মুসল্লি সংখ্যা বেশি হয়।৬. মহিলারা নিজ গৃহের এক কোণায় নামাজের স্থানে ইতিকাফ করবেন।

ইতিকাফ ভঙ্গের কারণপুরুষরা বিনা ওজরে মসজিদ থেকে বেরুতে পারবেন না। বেরুলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে প্রস্রাব, পায়খানা এবং জামে মসজিদে জুমার উদ্দেশে বের হওয়া যাবে। অনুরূপভাবে মসজিদ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে অথবা কেউ জোরপূর্বক মসজিদ থেকে বের করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য মসজিদে প্রবেশ করলে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না। সহবাসের দিকে আকর্ষণ করে, এমন কাজ দিনের বেলায় হোক কিংবা রাতের বেলায়, ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে স্বপ্নদোষের দ্বারা ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না।

ইতিকাফের সময় মানুষ যেহেতু দুনিয়াবি সকল কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকে। তাই খুশু-খুযূর সাথে নামায আদায়ের বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। এসময় থেকেই খুশু-খুযূকে অভ্যাসে পরিণত করা।

রমযান মাসে প্রতিটি আমলের আজর ও সওয়াব অন্য সকল সময়ের চেয়ে বেশি। সেজন্য অধিক পরিমাণে নফল ইবাদতের চেষ্টা করা।

বিশেষ করে সুন্নত ইতিকাফ যেহেতু রমযান মাসে হয়ে থাকে, সেজন্য রমযান ও রোযার যাবতীয় হক আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

পুরো সময় কোনো না কোনো ইবাদতে মগ্ন থাকা। তবে অন্যের ইবাদত বা ঘুম-বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে, এমন উদ্যোগ পরিহার করা।

যেমন কেউ নামায পড়ছে কিংবা পাশেই বিশ্রাম করছে, সেসময় উচ্চৈঃস্বরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা।

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে কোনো কথা না বলা।

একান্ত প্রয়োজনে কথাবার্তা হলে নম্রতা, কোমলতা ও সম্মান বজায় রেখে কথা বলা।

কারো সাথে কোনো কটু কথা না বলা। ঝগড়া-তর্ক তো সব সময়ই মন্দ কাজ। মসজিদে, রমযান মাসে এবং ইতিকাফরত অবস্থায় সেটা আরো মন্দ কাজ। অতএব সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

অধিক পরিমাণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা। সালাফে সালিহীনের রমযান-কেন্দ্রিক কুরআন তিলাওয়াতের ঘটনাগুলো স্মরণ করা। সে অনুযায়ী বেশি থেকে বেশি কুরআন খতমের চেষ্টা করা। (যাদের পক্ষে সম্ভব) অর্থ মর্ম খেয়াল করে করেই তিলাওয়াত করা। অন্তত কিছু সময় তিলাওয়াতকৃত আয়াতের তরজমা, তাফসীর খেয়াল করে করে পড়া।

নফল নামাযের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া। কিছু নফল নামায তো বিভিন্ন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, যাওয়াল, আওয়াবীন ইত্যাদি। সাধারণ সময়ে নানা কর্মব্যস্ততার দরুন নিয়মিত এ নামাযগুলো আদায় করা হয় না। ইতিকাফের দিনগুলোতে যেন এর কোনোটি না ছোটে সে ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

এছাড়াও সালাতুল হাজত, সালাতুশ শোকর, সালাতুত তওবা এবং অন্যান্য নফল নামায আদায়ের চেষ্টা করা।

দীর্ঘ কিয়াম, দীর্ঘ রুকু ও দীর্ঘ সিজদাবিশিষ্ট নামাযেরও বিভিন্ন ফযীলত রয়েছে। সেজন্য ইতিকাফের সময় এভাবে দীর্ঘ নামাযের প্রতিও মনোযোগী হওয়া।

জাগতিক ব্যতিব্যস্ততার কারণে হাদীসে বর্ণিত অনেক যিকির ও তাসবীহ নিয়মিত আদায় করার সুযোগ হয় না। এছাড়াও বুযুর্গদের আমলে যিকিরের যেসব কালিমা ও পরিমাণের কথা পাওয়া যায়, সেগুলোও সুযোগমতো আদায় করার চেষ্টা করা। যেমন, ছয় তাসবীহ, বারো তাসবীহ ইত্যাদি আদায়ের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে অবস্থানই একটি স্বতন্ত্র নেক আমল। অতএব তিলাওয়াত, যিকির ও অন্যান্য আমলে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা কিংবা কিছুক্ষণ শুধু নীরবতাও অবলম্বন করা যায়। অনর্থক গল্প-কথাবার্তার চেয়ে সেটিই বেশি উত্তম।

এ সময় নির্বাচিত কিছু দ্বীনী কিতাবও অধ্যয়ন করা যায়। ইতিকাফের ফাযায়েল ও মাসায়েল এবং বুযুর্গদের ইতিকাফ ও রমযানের আমল বিষয়ক কিতাবও মুতালাআ করা যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই মহিমান্বিত আমলে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমাদের ইতিকাফকে কবুল করুন এবং তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওসীলা করুন। ইতিকাফের মাধ্যমে আমাদের ঈমান, আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন।(মাসিক আল কাউসার)

ইতিকাফে বসে কী কী আমল করবেন?

.

(১) অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা:

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন ৭০ বারের বেশি ইস্তিগফার পড়তেন। [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ৬৩০৭]

.

সায়্যিদুল ইস্তিগফার পড়বেন সাধ্যমত। এছাড়া, আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি, আল্লাহুম্মাগফিরলি, রাব্বিগফিরলি ইত্যাদি সহজ ইস্তিগফারগুলো বেশি বেশি পড়বেন। অন্যান্য ইস্তিগফারও পড়বেন, যেগুলো জানা আছে।

.

(৩) অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা:

হাদিসে এসেছে, "তোমরা কুরআন পাঠ করো, কারণ, কুরআন কিয়ামতের দিন তার সাথীর (পাঠকের) জন্য সুপারিশকারী হবে।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ১৭৫৯]

.

সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস—এই ৩টি সুরা প্রত্যেক নামাজের পর ১ বার করে পড়বেন। ঘুমানোর আগে এবং সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার করে পড়বেন। বিশেষ করে, রাতে সুরা মুলক এবং সুরা বাকারার শেষ ২ আয়াত পড়বেন। জুমার দিনে সুরা কাহাফ পড়বেন।

.

হাদিস এবং ধর্মীয় বইও পড়া যেতে পারে।

.

(৪) বেশি বেশি যিকর করা:

একদিন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সামনে বললেন, "মুফাররাদগণ (একাকী মানুষেরা) এগিয়ে গেলো।" সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে

আল্লাহর রাসুল! মুফাররাদ কারা?’ তিনি বলেন, “আল্লাহর বেশি বেশি যিকরকারী নারী-পুরুষেরা।” [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ৬৭০১]

.

সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার—এগুলো প্রত্যেকটি প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ বার করে পড়বেন। যত বেশি পারবেন, তত ভালো। এছাড়া ‘লা হাউলা ওয়ালা ক্বুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম’ এবং ‘সুবহানাল্লাহিল আযিমি ওয়া বিহামদিহ’ এই তাসবিহগুলো বেশি বেশি পড়বেন।

.

(৫) নবিজির উপর দরুদ পাঠ করা:

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন, তার ১০ টি গুনাহ মোচন করবেন এবং তার জন্য ১০ টি (মর্যাদার) স্তর উন্নীত করবেন।” [ইমাম নাসায়ি, আস-সুনান: ১২৯৭; ইমাম ইবনু হিব্বান, আস-সহিহ: ৯০৪; হাদিসটি সহিহ]

.

নামাজের শেষ বৈঠকে আমরা যে দরুদ পড়ি, সেটিই সর্বোত্তম। এছাড়াও অন্যান্য দরুদ পড়তে পারেন। সুনানে নাসায়ির সহিহ হাদিসে বর্ণিত একটি সহজ দরুদ হলো, “আল্লাহুম্মা সল্লি আ-লা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ”।

.

(৬) সাধ্যানুসারে নফল নামাজ পড়া:

একজন সাহাবি জান্নাতে নবিজির সান্নিধ্য লাভের জন্য তীব্র বাসনা ব্যক্ত করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, “তাহলে বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে (অর্থাৎ নামাজের মাধ্যমে) তুমি নিজের জন্যই আমাকে সাহায্য করো।” [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ৯৮১]

.

ইতিকাফকারী গুরুত্বের সাথে তাহাজ্জুদ, চাশত (দোহা), যাওয়াল, তাহিয়্যাতুল অজু, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ইত্যাদি নামাজ আদায় করবেন। ইতিকাফের দিনগুলোতে এগুলোতে অভ্যস্ত হওয়া ব্যক্তির জন্য কঠিন নয়।

.

(৭) আন্তরিকভাবে দু'আ করা:

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ''আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আর চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কিছু নেই।'' [ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ৩৩৭০; হাদিসটি হাসান]

.

বিশেষ করে, শেষ রাতে এবং জুমার দিন আসরের পর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দু'আ করবেন।

.

(৮) বিশেষ দুটো দু'আ বেশি বেশি পড়া:

.

ইবরাহিম (আ.)-এর দু'আটি পড়তে পারেন—

.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

.

অর্থ: হে আমাদের রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল ঈমানদারকে আপনি সেদিন ক্ষমা করে দিয়েন, যেদিন হিসাব কায়েম করা হবে। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪১]

.

আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি বুঝতে পারি, কোনটি কদরের রাত, তাহলে ওই রাতে কী বলবো?' নবিজি বলেন, তুমি বলো—

.

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

[আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুউ-উন, তু‘হিব্বুল ‘আফওয়া ফা‘অ্ফু ‘আন্নি]

.

অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন। [ইমাম ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ৩৮৫০; হাদিসটি সহিহ]

ইতিকাফ অবস্থায় নিষিদ্ধ১. ওজর ছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দেওয়া।২. অনর্থক কথাবার্তা বলা।৩. দুনিয়াবি কথা বলা।৪. ব্যবসা-বাণিজ্য করা।৫. প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া।৬. পারিবারিক কাজ-কর্ম করা।৭. অহেতুক সময় নষ্ট করা।৮. ইবাদত-বন্দেগি না করে চুপচাপ বসে থাকা।৯. মোবাইলে কারও সঙ্গে দুনিয়াবি কথা বলা।১০. ইবাদত-বন্দেগি না করে ঘুমিয়ে থাকা। (কপি)

যেসব কারণে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যায় এবং কাজা করতে হয়

১.স্ত্রী সহবাস করলে এতেকাফ ফাসাদ হয়ে যায় চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক ইচ্ছেকৃত হোক বা ভুলে হোক। সহবাসের আনুষাঙ্গিক কাজ যেমন চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত হলে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যায়। চুম্বন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত না হলে এটা বাতিল হয় না তবে এতেকাফের অবস্থায় তা হারাম হয়।২. স্থান থেকে শরীয়তসম্মত প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হলে এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যায়। শরীয়তসম্মত প্রয়োজন হলে মসজিদের বাইরে যাওয়া যায়। যেমন সে মসজিদের জুমার জামাত না হলে জুমার নামাজের জন্য জামে মসজিদে যাওয়া ,ফরজ বা সুন্নত গোসলের জন্য বের হওয়া ইত্যাদি। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনেও বের হওয়া যায় যেমন পায়খানা প্রসাব এর জন্য বের হওয়া, খাদ্য খাবার এনে দেওয়ার লোক না থাকলে তা আনার জন্য বের হওয়া, মসজিদের ভেতর ওজুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে এবং পানি দেওয়ার কেউ না থাকলে অজুর পানের জন্য বাইরে যাওয়া।

*যে কাজের জন্য বাইরে যাবে সে কাজ সমাপ্ত করার পর অতিসত্বর ফিরে আসবে, বিনা প্রয়োজনে কারো সাথে কথা বলবে না।

*গোসল ফরজ হওয়া ছাড়াও আমরা শরীর ঠান্ডা করার নিয়তে বা শরীর পরিষ্কার করার নিয়তে সাধারণত যে গোসল করে থাকি শুধু এরূপ গোছেরি উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না তবে কাউকে বলে যদি পথের মধ্যে পানির ব্যবস্থা করে রাখে বা পুকুর ইত্যাদি থাকে আর পেশাব পায়খানা থেকে ফেরার পথে অতিরিক্ত সময় না লাগিয়ে জলদি ঐ পানি গায়ে মাথায় ঢেলে বা ডুব দিয়ে গোসল সেরে চলে আসে, তাহলে এতেকাফের ক্ষতি হবে না। ই‘তিকাফকারী কোন অবস্থাতেই মসজিদ থেকে বের হবে না। তবে পানাহার, প্রস্রাব-পায়খানা এবং শারঈ কোন ওযর থাকলে বের হ’তে পারবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيَ النَّبِىُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصْغِى اِلَى رَاسِهِ وَهُوَ مُجَاوِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِض، ‘মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল অাঁচড়িয়ে দিতাম’।[বুখারী হা/২০২৮] তিনি আরো বলেন,

اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ : اَنْ لاَ يَعُوْدَ مَرِيْضًا، ولاَ يَشْهَدَ جَنَا زَةً، وَلاَ يَمَسَّ إِمْرَأَةً، وَلا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ،اِلاَّ لِمَا لَابُدَّ مِنهُ، وَلَا اِعْتِكَاف اِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اِعْتِكَاف اِلَّافِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ،

ই‘তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, সে কোন রোগীর সেবা করতে মসজিদ থেকে বের হবে না। কোন জানাযায় উপস্থিত হবে না। স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না। (শারঈ) প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হবে না। ছিয়াম ব্যতীত কোন ই‘তিকাফ নেই। জামে মসজিদ ব্যতীত কোন ই‘তিকাফ নেই।

কাযা আদায় করার নিয়ম হলো:

রমজানের পর একদিন রোযা রেখে একদিন এক রাত মসজিদে ইতিকাফ করলেই তার কাযা আদায় হয়ে যাবে।

فَيَظْهَرُ مِنْ بَحْثِ ابْنِ الْهُمَامِ لُزُومُ الاعْتِكَافِ الْمَسْنُونِ بِالشُّرُوعِ وَإِنَّ لُزُومَ قَضَاءِ جَمِيعِهِ أَوْ بَاقِيهِ مُخَرَّجٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَمَّا عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فَيَقْضِي الْيَوْمَ الَّذِي أَفْسَدَهُ لِاسْتِقْلَالِ كُلِّ يَوْمٍ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا قُلْنَا أَيْ بَاقِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ وَهُوَ لَوْ نَذَرَ الْعَشْرَ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ مُتَتَابِعًا، وَلَوْ أَفْسَدَ بَعْضَهُ قَضَى بَاقِيَهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي نَذْرِ صَوْمِ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَجْهَ يَقْتَضِي لُزُومَ كُلِّ يَوْمٍ شَرَعَ فِيهِ عِنْدَ هُمَا بِنَاءً عَلَى لُزُومِ صَوْمِهِ بِخِلَافِ الْبَاقِي لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ بِمَنْزِلَةِ شَفْعٍ مِنْ النَّافِلَةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمَسْنُونُ هُوَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ بِتَمَامِهِ تَأَمَّلْ (رد المحتار، باب الاعتكاف-2/444-

এতেকাফ অবস্থায় যেসব জিনিস মাকরুহ

১.এতেকাফ অবস্থায় চুপ থাকলে সওয়াব হয় এই মনে করে চুপ থাকা মাকরুহ তহরিমি।

২. বিনা জরুরতে দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরুহ তাহরিমি যেমন ক্রয় বিক্রয় করা ইত্যাদি তবে বিশেষ জরুরত হলে ঘরে কোন কাজ ঘরের মধ্যে থেকে সম্পন্ন করা যাবে।

এতেকাফের মুস্তাহাব ও আদব সমূহ

১.এতেকাফের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ নির্বাচন করবে। সর্বোত্তম মসজিদ হল মসজিদুল হারাম তারপর মসজিদে নববী তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস তারপর যে জামে মসজিদে জামাতের ইন্তেজাম আছে তারপর মহল্লার মসজিদে তারপর যেকোনো বড় জামাত হয় এমন মসজিদ।

২. নেক কথা ব্যতীত অন্য কথা না বলা।

৩. বেকার বসে না থেকে নফল নামাজ ,তেলাওয়াত, তাসবিহ তাহলিলে মশগুল থাকা উত্তম।

*এতেকাফে খাস কোন এবাদত করা শর্ত নয় যে কোন নফল নামাজ জিকির-আজগার তেলাওয়াত দিনী কেতাব পড়া পড়ানো বা যে কোন ইবাদত মনে চায় করতে পারে।
*এতেকাফ শুরু করার পর নিজের বা অন্যের জীবন বাঁচানোর তাগিদে নিরুপায় অবস্থায় এতেকাফের স্থান থেকে বের হলে গুনাহ নাই বরং তা জরুরী তবে এতেকাফ ভেঙ্গে যাবে।
*শরীয়তসম্মত প্রয়োজনে বা স্বাভাবিক প্রয়োজনে বের হলে ইত্যবসরে কোন রোগী দেখলে বা জানা যায় শরিক হলে তাতে কোন দোষ নেই।
* পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এতেকাফে বসা অথবা বসানো উভয়টাই নাজায়েজ ও গুনাহ।
*মহিলাদের জন্য মসজিদের এতেকাফ করা মাক্রুহ তাহরিমি তারা ঘরে এতেকাফ করবে স্বামী মজুদ থাকলে এতেকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করবে স্বামীর খেদমত প্রয়োজন থাকলে এতেকাফে বসবে না ও যুবতী কন্যার প্রতি খেয়াল রাখার প্রয়োজন থাকলে না বসাই সমীচীন। মহিলাগন নির্দিষ্ট কোন কামরায় বা ঘরের কোণে এক স্থানে পর্দা ঘিরে এতেকাফে বসবে মহিলাদের জন্য এতেকাফের অন্যান্য মাসায়েল পুরুষদের মতই।

ওয়াজিব এতেকাফ(মান্নতের এতেকাফ) এর মাসায়েল

১. এতেকাফের মান্নত করলে এতেকাফ ওয়াজিব হয়ে যায় তবে কোন শর্তের ভিত্তিতে মানত করলে (যেমন আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে এতেকাফ করবে তাতে শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব হয় না)
২. ওয়াজিব এতেকাফের জন্য রোজা শর্ত। যখনই এতেকাফ করবে রোজাও রাখতে হবে।
৩. ওয়াজিব এতেকাফ কমপক্ষে একদিন হতে হবে বেশি দিনের নিয়ত করলে তাই করতে হবে।

৪. শুধু একদিনের এতেকাফের মান্নত করে তাহলে তার সঙ্গে রাত শামিল হবে না তবে যদি রাত-দিন উভয় নিয়ত করে বা একত্রে কয়েকদিনের মানত করে তাহলে রাতও শামিল হবে । দিন বাদে শুধু রাতে এতেকাফের মান্নত হয় না।

*সুন্নত এতেকাফ রমজানের পূর্ণ শেষ দশক ও ওয়াজিব এতেকাফ ব্যতীত অন্যান্য যে কোন সময়ের এতেকাফের জন্য কোন পরিমান সময়ে নির্ধারিত নেই সামান্য সময়ের জন্য তা হতে পারে।

*যেসব জিনিস দ্বারা এতেকাফ ফাসেদ হয়ে যায় এবং কাজা করতে হয় সেসব দ্বারা মুস্তাহাব এতেকাফ নষ্ট হয়ে যায় তবে মুস্তাহাব এতেকাফের জন্য যেহেতু সময়ের পরিমাণ নির্ধারিত নেই তাই তার কাজাও নেই।(আহকামে যিন্দেগি)

ইতিকাফ সুন্দর করতে করণীয়

(১) মোবাইল ও অনলাইন থেকে দূরে থাকা উচিত। বিশেষ করে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ইতিকাফ অবস্থায় অনলাইনে আসা একদম অনুচিত। কারণ মাসজিদের পরিবেশ ইবাদতময় আর অনলাইনের পরিবেশ গুনাহময়।

(২) আড্ডায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। অধিকাংশ ইতিকাফকারী এই কাজটা করেন। কেউ আড্ডা দিতে আসলে তাকে সঙ্গ দেওয়া যাবে না।

(৩) অধিক পরিমাণে পানাহার থেকে বিরত থাকা উচিত। তাহলে ইবাদতে উৎসাহ পাওয়া যাবে।

(৪) প্রয়োজনের বেশি ঘুমানো উচিত নয়। ঘুমের জন্য সারা বছর পড়ে আছে। অন্তত এই মূল্যবান দিনগুলো আমলের মধ্যে কাটুক।

(৫) প্রস্রাব-পায়খানা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সেকেন্ডের জন্যও মসজিদের বাইরে যাওয়া যাবে না; ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। খুব সাবধান!

(৬) ইতিকাফের মাসয়ালাগুলো আগেই ভালো করে জেনে নিতে হবে। না হয় কোনো ভুলের কারণে এই কষ্টের ইবাদত বিফলে যেতে পারে।

ইতিকাফ অবস্থায় করণীয়

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়া।২. কোরআনুল কারিম তেলাওয়াত করা।৩. দুরুদ শরিফ পাঠ করা।৪. জিকির-আজকার করা।৫. দীনি কিতাবাদি পড়া।৬. দীনি কিতাবাদি রচনা করা।৭. ফিকহ-ফতোয়া নিয়ে গবেষণা করা।৮. কোরআন ও হাদিসের দরস প্রদান করা।৯. দীনি ইলম অর্জন করা।১০. দীনি ইলম অর্জনে সময় ব্যয় করা।ইতিকাফের সময় বান্দা যেহেতু মসজিদে থাকে, তাই মসজিদের যাবতীয় আদব রক্ষা করে থাকা উচিত। পুরো সময় সতর্কতার সাথে থাকা উচিত, যেন কোনো ধরনের কোনো গোনাহ না হয়। এছাড়াও নিম্নোক্ত আমলগুলোর ব্যাপারে খেয়াল রাখা।

মসজিদের প্রধান আমল হল, জামাতের সাথে ফরয নামায আদায় করা। তাই সর্বোচ্চ গুরুতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে আদায় করা।

ইতিকাফের সময় মানুষ যেহেতু দুনিয়াবি সকল কাজ কর্ম থেকে বিরত থাকে। তাই খুশু-খুযূর সাথে নামায আদায়ের বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। এসময় থেকেই খুশু-খুযূকে অভ্যাসে পরিণত করা।

রমযান মাসে প্রতিটি আমলের আজর ও সওয়াব অন্য সকল সময়ের চেয়ে বেশি। সেজন্য অধিক পরিমাণে নফল ইবাদতের চেষ্টা করা।

বিশেষ করে সুন্নত ইতিকাফ যেহেতু রমযান মাসে হয়ে থাকে, সেজন্য রমযান ও রোযার যাবতীয় হক আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

পুরো সময় কোনো না কোনো ইবাদতে মগ্ন থাকা। তবে অন্যের ইবাদত বা ঘুম-বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে, এমন উদ্যোগ পরিহার করা।

যেমন কেউ নামায পড়ছে কিংবা পাশেই বিশ্রাম করছে, সেসময় উচ্চৈঃস্বরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা।

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে কোনো কথা না বলা।

একান্ত প্রয়োজনে কথাবার্তা হলে নম্রতা, কোমলতা ও সম্মান বজায় রেখে কথা বলা।

কারো সাথে কোনো কটু কথা না বলা। ঝগড়া-তর্ক তো সব সময়ই মন্দ কাজ। মসজিদে, রমযান মাসে এবং ইতিকাফরত অবস্থায় সেটা আরো মন্দ কাজ। অতএব সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

অধিক পরিমাণে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা। সালাফে সালিহীনের রমযান-কেন্দ্রিক কুরআন তিলাওয়াতের ঘটনাগুলো স্মরণ করা। সে অনুযায়ী বেশি থেকে বেশি কুরআন খতমের চেষ্টা করা। (যাদের পক্ষে সম্ভব) অর্থ মর্ম খেয়াল করে করেই তিলাওয়াত করা। অন্তত কিছু সময় তিলাওয়াতকৃত আয়াতের তরজমা, তাফসীর খেয়াল করে করে পড়া।

নফল নামাযের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া। কিছু নফল নামায তো বিভিন্ন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, যাওয়াল, আওয়াবীন ইত্যাদি। সাধারণ সময়ে নানা কর্মব্যস্ততার দরুন নিয়মিত এ নামাযগুলো আদায় করা হয় না। ইতিকাফের দিনগুলোতে যেন এর কোনোটি না ছোটে সে ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

এছাড়াও সালাতুল হাজত, সালাতুশ শোকর, সালাতুত তওবা এবং অন্যান্য নফল নামায আদায়ের চেষ্টা করা।

দীর্ঘ কিয়াম, দীর্ঘ রুকু ও দীর্ঘ সিজদাবিশিষ্ট নামাযেরও বিভিন্ন ফযীলত রয়েছে। সেজন্য ইতিকাফের সময় এভাবে দীর্ঘ নামাযের প্রতিও মনোযোগী হওয়া।

জাগতিক ব্যতিব্যস্ততার কারণে হাদীসে বর্ণিত অনেক যিকির ও তাসবীহ নিয়মিত আদায় করার সুযোগ হয় না। এছাড়াও বুযুর্গদের আমলে যিকিরের যেসব কালিমা ও পরিমাণের কথা পাওয়া যায়, সেগুলোও সুযোগমতো আদায় করার চেষ্টা করা। যেমন, ছয় তাসবীহ, বারো তাসবীহ ইত্যাদি আদায়ের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে অবস্থানই একটি স্বতন্ত্র নেক আমল। অতএব তিলাওয়াত, যিকির ও অন্যান্য আমলে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা কিংবা কিছুক্ষণ শুধু নীরবতাও অবলম্বন করা যায়। অনর্থক গল্প-কথাবার্তার চেয়ে সেটিই বেশি উত্তম।

এ সময় নির্বাচিত কিছু দ্বীনী কিতাবও অধ্যয়ন করা যায়। ইতিকাফের ফাযায়েল ও মাসায়েল এবং বুযুর্গদের ইতিকাফ ও রমযানের আমল বিষয়ক কিতাবও মুতালাআ করা যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই মহিমান্বিত আমলে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমাদের ইতিকাফকে কবুল করুন এবং তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওসীলা করুন। ইতিকাফের মাধ্যমে আমাদের ঈমান, আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন।(মাসিক আল কাউসার)

মসজিদের থাকার কিছু আদব

মসজিদ আল্লাহর ঘর। এ ঘরের মর্যাদা দুনিয়ার সকল ঘর থেকে বেশি। এ জায়গার সম্মান অন্য সকল জায়গার চেয়ে অধিক। হাদীস শরীফে এসেছে-

أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.

আল্লাহ তাআলার কাছে সবচাইতে প্রিয় জায়গা হল মসজিদ। সবচাইতে অপ্রিয় জায়গা বাজার। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৭১

ইতিকাফের সময় মানুষ যেহেতু এই পবিত্র মর্যাদাপূর্ণ স্থানেই অবস্থান করে, তাই এ ঘরের সম্মান ও মর্যাদার কথা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে স্মরণ রাখা উচিত।

হাদীস শরীফে মসজিদকে পবিত্র রাখার বিষয়েও জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। (দ্র. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৫)

তাই নিজের কারণে যেন মসজিদে কোনো অপবিত্রতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে সযত্ন খেয়াল রাখা।

মসজিদে যতক্ষণ থাকা হয়, ওযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা। হাদীস শরীফে এ বিষয়েও খুব গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করা হয়েছে। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৪৯)

এমনকি পেঁয়াজ, রসুন এবং এজাতীয় গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেলে ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার

করে নেওয়ার ব্যাপারে তাগিদ করা হয়েছে। (দ্র. সুহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬৪)

অহেতুক কথাবার্তা ও উঁচু আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকা। মসজিদে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬৮)

সেজন্য অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া মসজিদে অন্য কোনো কথা বলা উচিত নয়।

মসজিদে অবস্থানকালে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও অপেক্ষাকৃত সুন্দর পোশাক পরে থাকাই কাম্য। সেইসাথে নিজে পরিপাটি হয়ে থাকা এবং সামানাপত্র পরিপাটি করে রাখা। [দ্র. সূরা আ'রাফ (৭) : ৩১]

সর্বোচ্চ আবেগ ও আগ্রহের সাথে মসজিদ পরিষ্কার রাখা উচিত। একটি হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

আমার সামনে আমার উম্মতের ভালো ও মন্দ আমলসমূহ পেশ করা হয়েছে। তখন তাদের ভালো আমলগুলোর মধ্যে পেলাম- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর মন্দ আমলগুলোর মধ্যে পেলাম- মসজিদের কফ-থুথু (ময়লা-আবর্জনা) পরিষ্কার না করা। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৫৩(মাসিক আল কাউসার)

ই'তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ

ক. মসজিদের একাংশে তাঁবু টাঙ্গানো : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন তখন আয়েশা (রাঃ) মসজিদে তাঁবু টাঙ্গিয়ে দিতেন।[23] মসজিদের পিছন দিকে ই'তিকাফকারী ছোট্ট তাঁবু টানিয়ে সেখানে ই'তিকাফ করতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর জন্য একটি তাঁবু (خِبَاءً) তৈরি করে দিতেন। আর এটি তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশেই করতেন।[24] তিনি একবার একটি তুর্কী তাঁবুতে ই'তিকাফ করেছিলেন। যার দরজায় একটি চাটাই ঝুলানো ছিল।[25]

খ. মসজিদে ওযূ ও গোসল করা : রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম আনাস (রাঃ) বলেন, تَوَضَّأَ النَّبِىُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ وُضُوْءًا خَفِيْفًا، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুব অল্প পানি খরচ করে মসজিদে ওযূ করেছেন।[26]

গ. মসজিদে বিছানার ব্যবস্থা করা : ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে বিছানা বিছানো যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِيْنَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا- 'একুশতম দিনের সকালে আমরা আমাদের বিছানা পত্র সরিয়ে দিলাম'।[27]

ঘ. শারঈ প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া : মসজিদে পেশাব-পায়খানার ব্যবস্থা না থাকলে প্রস্রাব-পায়খানার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে। এছাড়া শারঈ কোন প্রয়োজনে বের হওয়া যাবে।[28]

ঙ. স্ত্রীর সাথে কথা বলা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রী ছাফিয়া (রাঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন। ছাফিয়া (রাঃ) বলেন, রামাযান মাসের শেষ দশ দিনে তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে অনেক্ষণ কথা

বললেন। এরপর তিনি উঠে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে উঠলেন এবং মসজিদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।[29]

ঙ. মুস্তাহাযা মহিলার ই'তিকাফ করা জায়েয : মুস্তাহাযা মহিলার ই'তিকাফ করা জায়েয। তবে তাকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন মসজিদে নাপাকী না লাগে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর এক মুস্তাহাযা স্ত্রী ই'তিকাফরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর লাল ও হলুদ বর্ণের রক্ত প্রবাহিত হ'ত। ছালাত আদায়কালে আমরা অনেক সময় তাঁর নীচে পাত্র রাখতাম।[30]

ই'তিকাফ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য শর্ত

ক. স্বামীর অনুমতি : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মহিলারা ই'তিকাফ করতে পারবে না। যেমন আয়েশা (রাঃ) ই'তিকাফের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। তদ্রূপ হাফছাহ ও যায়নাব (রাঃ)ও অনুমতি চেয়েছিলেন।[17]

খ. ফিৎনার আশংকা না থাকা : মহিলার জন্য ই'তিকাফ করা বৈধ হবে না, যদি তার ব্যাপারে কোন আশংকা কিংবা তার কারণে অন্য কোন পুরুষ ফিৎনায় পড়ার আশংকা থাকে। সব ধরনের ফিৎনা থেকে নিরাপদ হ'লে মহিলাদের ই'তিকাফ করা বৈধ হবে।[18]

মহিলাদের জন্য পর্দা দিয়ে মসজিদে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ যখন ই'তিকাফ করতেন তখন মসজিদে তাদের জন্য আলাদা তাঁবু টাঙ্গানো হ'ত। কেননা মসজিদে পুরুষরা ছালাতের জন্য উপস্থিত হয়। তাই মসজিদে মহিলাদের জন্য এমন স্থান নির্ধারণ প্রয়োজন যেখানে পুরুষরা তাদেরকে দেখতে পাবে না। মূলতঃ মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকাই উত্তম।

❑ নারীদের ইতিকাফের স্থান:

.

(ক) নবিজির সময়ে তাঁর স্ত্রীগণ মসজিদে ইতিকাফ করতেন। [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ২০৩৩; ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ২৬৭৪]

.

সে সময় নারী সাহাবিগণ মসজিদের বাইরে, নিজ বাড়িতে ইতিকাফ করেছেন মর্মে কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই, অধিকাংশ ইমামের মতে, নারী অথবা পুরুষ প্রত্যেকের জন্যই মসজিদে ইতিকাফ করা আবশ্যক। ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ এই মত দিয়েছেন।

.

(খ) হানাফি আলিমগণের মতে, নারীদের মসজিদের চেয়ে ঘরে ইতিকাফ করা উত্তম। তবে, মসজিদে নিরাপত্তাব্যবস্থা ভালো থাকলে মসজিদে ইতিকাফ করতে পারবেন। তাঁরা বাড়িতে ইতিকাফ করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে, নারীদের মসজিদে নামাজ আদায়ের চেয়ে ঘরে নামাজ আদায় করা ভালো। এর সাথে কিয়াস (তুলনা) করে তাঁরা এই মত দিয়েছেন।

.

নারীরা তাদের ইতিকাফের জন্য সর্বোচ্চ একটি রুম বাছাই করতে পারবেন নিজ বাসায়। সেই রুমে তিনি স্বাধীন। অথবা এক রুমের মধ্যে পর্দা টানিয়ে আলাদা স্থানও করে নিতে পারেন। তো, সাধারণভাবে তিনি এই রুমটির বাইরে একদমই যেতে পারবেন না। শরিয়ত অনুমোদিত কোনো কারণ (যেমন: প্রস্রাব-পায়খানা) ছাড়া এই রুমটির বাইরে গেলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

.

❑ নারীদের ইতিকাফ-সংক্রান্ত বিধানসমূহ

.

(১) নারীদের জন্য ইতিকাফ করা সুন্নাত, তবে জরুরি নয়। রাসুলের স্ত্রীগণ ইতিকাফ করতেন। এমনকি তাঁর ইন্তিকালের পরও। [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ২৬৭৪]

.

নারীরা মসজিদে বা নিজ বাসায় তার ইতিকাফের স্থানে ২০ রামাদান মাগরিবের আগেই প্রবেশ করবেন। এরপর ঈদের চাঁদ দেখা গেলে ইতিকাফের স্থান ত্যাগ করবেন। এটা হলো রামাদানের শেষ দশকের সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ম।

.

(২) নারীদের ইতিকাফের জায়গায় বা রুমে অন্যরা আসলে ক্ষতি নেই। তবে, ইতিকাফের স্বার্থে নিরবতা উত্তম। প্রস্রাব-পায়খানা ও অজু ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে সেই স্থান থেকে আর বের হওয়া যাবে না। এটাচড বাথরুম/ওয়াশরুম/টয়লেট থাকলে এটিতেই প্রয়োজন পূর্ণ করতে হবে। দূরে যাওয়া যাবে না। বাথরুম/ওয়াশরুম দূরে থাকলে, প্রয়োজনবোধে সেখানেও যাওয়া যাবে। এরপর প্রয়োজন সেরে আর সময় ব্যয় না করে দ্রুত ইতিকাফের স্থানে চলে আসতে হবে। [হিদায়াহ: ১/২৩০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/২১১]

.

(৩) স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ইতিকাফ করা যাবে না। তবে, স্বামীর উচিত, যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া স্ত্রীর ইতিকাফে বাধা না দিয়ে বরং সুযোগ করে দেওয়া। এতে উভয়েই সওয়াব পাবেন। স্বামী একবার অনুমতি দিলে পরে আর না করতে পারবেন না। এই 'না' মানাও স্ত্রীর জন্য জরুরি নয়। [রাদ্দুল মুহতার: ২/৪৪১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/২১১]

.

(৪) যে নারীর স্বামী বৃদ্ধ বা অসুস্থ কিংবা তার ছোটো ছেলে-মেয়ে রয়েছে এবং তাদের দেখাশুনা করার কেউ নেই, সে নারীর জন্য ইতিকাফ করার চেয়ে তাদের সেবাযত্ন

করা উত্তম। তবে, কেউ যদি দুটোর মাঝে সমন্বয় করতে চান, তাহলেও সমস্যা নেই। ইতিকাফরত নারী তার ইতিকাফের রুমের মধ্যে বাসার অতি জরুরি কোনো কাজ করতে পারবেন, যেটি না করলেই নয়। যেমন: কোনো বৃদ্ধ মানুষকে ঔষধ খাওয়ানো, বাচ্চাকে খাওয়ানো ইত্যাদি। তবে, এসব কাজ অন্যকে দিয়ে করানো গেলে নিজে করবেন না।

.

(৫) ইতিকাফ অবস্থায় রাতেও সহবাস করা যাবে না। করলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক চুম্বন, আলিঙ্গন ও উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করাও নাজায়েয। যদি এসবের কারণে বীর্যপাত ঘটে, তাহলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে। [সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭-এর আলোকে—বাদায়িউস সানায়ে: ২/২৮৫; আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪৫০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/২১৩]

.

(৬) নারীরা গোসলের উদ্দেশ্যে ওয়াশরুমে/বাথরুমে গিয়ে গোসল করতে পারবেন না, তাহলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে। কারণ শরিয়তে গোসল কোনো আবশ্যকীয় কাজ নয়, বরং আরামের জন্য গোসল করা হয়। তবে, গোসল না করলে শরীরে অস্থিরতা লাগলে প্রস্রাব-পায়খানা করে ফিরে আসার সময় অজু করতে যে সময়টুকু লাগে এটুকু সময় পানি শরীরে দিয়ে দ্রুত ইতিকাফের স্থানে চলে আসা যাবে। কাপড়-চোপড় রেখে আসবেন। অন্য কেউ সেগুলো ওখানে ধৌত করবেন অথবা অন্য কোনো সময় প্রস্রাব-পায়খানার উদ্দেশ্যে বাথরুমে গেলে দ্রুততার সাথে কাপড় ধুয়ে নিয়ে আসবেন। মোটকথা, শুধু গোসলের উদ্দেশ্য নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গোসল করা যাবে না। গোসলে কোনো সাবান, শ্যাম্পু, ফেইসওয়াশ ইত্যাদি ব্যবহার করে আলাদা সময় ব্যয় করা যাবে না। এগুলো করা জরুরি হলে ইতিকাফের নির্দিষ্ট স্থানে বা রুমে বসেও করা যাবে। মোটকথা, গোসল একটি দুনিয়াবি কাজ। নামাজ বা ইতিকাফের জন্য গোসল শর্ত নয়, শুধু অজুই যথেষ্ট। সেজন্য গোসলে আলাদা সময় ব্যয়ের সুযোগ নেই। সর্বোচ্চ অজু করতে যে সময়টুকু লাগে, এটুকু সময়ে দ্রুত শরীরে পানি ঢেলে চলে আসতে পারবেন।

তবে, এই কাজটিও করতে হবে বাথরুম বা ওয়াশরুমের জরুরত থেকে ফিরে আসার সময়।.

জুমার দিনে গোসল করা সুন্নাহ। এ দিন ইতিকাফকারী নারী চাইলে স্বাভাবিকভাবে গোসল করতে পারবেন। এ ব্যাপারে ছাড় আছে।

.

[রাদ্দুল মুহতার: ২/৪৪০; ২/৪৪৫; আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৫১৫]

.

(৭) রামাদানে অধিকাংশ নারী ব্যস্ত সময় কাটান, আবার পিরিয়ডও (হায়েজ) থাকে। তাই, অনেকের পক্ষে টানা দশ দিনের সুন্নাত ইতিকাফ করা কঠিন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা নফল ইতিকাফ করতে পারেন, যে কয়দিন সম্ভব হয়। লাইলাতুল কদর তালাশে শুধু রাতের বেলাতেও নফল ইতিকাফ করা যাবে। নিয়ম-কানুন একই।

.

(৮) হায়েজ অবস্থায় ইতিকাফ করা বৈধ নয়। কেননা এ অবস্থায় রোজা রাখা যায় না। আর, সুন্নাত ইতিকাফের জন্য রোজা রাখা শর্ত। ইতিকাফ অবস্থায় হায়েজ শুরু হয়ে গেলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে। [সুনান বাইহাকি: ৪/৩১৭; বাদায়িউস সানায়ে: ২/২৭৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ১/২১১]

.

হায়েজ ব্যতীত ইস্তিহাজার সমস্যা থাকলে ইতিকাফ করা যাবে। ইস্তিহাজা হলো, নারীরা মাঝেমধ্যে হায়েজের মতো বিভিন্ন রক্ত বা এ জাতীয় জিনিস দেখতে পান। এগুলো আবার হায়েজের রক্তের মতো না। মোটকথা, এটা ইরেগুলার একটি বিষয়। এটি একধরনের রোগ। এই অবস্থায় ইতিকাফ করতে সমস্যা নেই। কারণ তখন নামাজ বা রোজা দুটোই ফরজ। সহিহ বুখারিতে এসেছে, নবিজির একজন স্ত্রী ইস্তিহাজা অবস্থায় ইতিকাফ করেছিলেন। [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ২০৩৭]

.

ঔষধের মাধ্যমে হায়েজ বন্ধ রেখে রোজা বা ইতিকাফ পালন করা জায়েয। তবে, শারীরিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে এমনটি করা যাবে না। তাই, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া উত্তম।

.

(৯) বিশেষ প্রয়োজনে ইতিকাফের স্থান ছেড়ে বাইরে গেলে কারো সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না, তবে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে। হাঁটতে হাঁটতে মানে নিজের প্রয়োজন পূরণে চলতে-ফিরতে, নিজ প্রয়োজন পূরণ করতে করতে। আয়িশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ অবস্থায় (প্রয়োজনে বাইরে গেলে) যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে অতিক্রম করতেন, তখন হাঁটা অবস্থাতেই ঐ ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে নিতেন। [ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান: ২৪৭২; সনদে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন]

.

আর, ঘরে ইতিকাফ করলে, বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনই পড়বে না। তবে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং অজু করতে যাওয়ার সময়ে কারও সাথে কথা বললে, এই নিয়ম মেনে চলতে হবে। কোনোভাবেই ইতিকাফের নির্ধারিত স্থানের বাইরে আলাদা সময় ব্যয় করে অপ্রয়োজনীয় আড্ডা বা আলাপ-সালাপে মত্ত হওয়া যাবে না।

.

(১০) ইতিকাফের স্থানে বা রুমে অল্প-স্বল্প বৈধ কথা-বার্তা বলা জায়েয আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যাহ (রা.)-এর সাথে ইতিকাফ অবস্থায় কথা-বার্তা বলেছিলেন। [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ২০৩৫ ও ২০৩৮]

.

(১১) খাবার পাকানোর জন্য নারী পাকঘরে যেতে পারবেন না। তবে, প্রয়োজন হলে তিনি ইতিকাফের নির্ধারিত স্থানে খাবার রান্না বা রান্নার অন্যান্য কাজ করতে পারবেন। অন্যরা এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করবেন। তবে, খাবার পাকানোর কেউ থাকলে এই কাজ নিজে না করাই উত্তম। [ফাতাওয়া মাহমুদিয়্যাহ: ১০/২৫১]

(Nusus)

যারা ইতিকাফে বসবেন তাদের প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নসিহত

.

নফল নামাজের মধ্যে বিশেষ করে তাহিয়্যাতুল অজু, তাহাজ্জুদ, দোহা (চাশত) এবং যাওয়ালের নামাজ মিস করবেন না। সবগুলোই নফল নামাজ। বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। সাধারণ নফলের মতো পড়বেন ২ রাকাত করে, যাওয়াল বাদে।

.

যখনই অজু করবেন, তাহিয়্যাতুল অজু ২ রাকাত পড়বেন। তাহাজ্জুদ ২ রাকাত করে পড়তে থাকবেন। চাশতের নামাজ ৪ রাকাত থেকে বারো রাকাত পর্যন্ত পড়তে পারেন। ২ রাকাতও পড়তে পারবেন। যাওয়ালের নামাজ ৪ রাকাত। যোহরের ফরজের আগের ৪ রাকাত সুন্নাত যেভাবে পড়া হয়, হুবহু একই পদ্ধতিতে যাওয়ালের নামাজ পড়তে হয়। যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ৩০/৪০ মিনিটের মধ্যেই এটি পড়ে ফেলবেন।

.

কুরআন প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা পড়বেন। সম্ভব হলে অর্থসহ পড়বেন। না হয় শুধু তিলাওয়াত করবেন। তাফসিরসহ পড়তে পারলে সবচেয়ে ভালো হবে। হার্ডকপি না পেলে অ্যাপেও পড়তে পারেন। হাদিস বা ইসলামি বইও পড়তে পারেন।

.

যদি কখনও ইবাদতে ক্লান্তি আসে, তাহলে মোবাইলে তিলাওয়াত বা বয়ান শুনতে পারেন। মিউজিকহীন ইসলামি নাশিদও শুনতে পারেন। তবে, অনলাইনে ঢুকবেন না। বিশেষ করে ফেইসবুক এবং ইউটিউবে। ইতিকাফের স্থানে বসে অন্যদের সাথে দ্বীনি কথাবার্তাও বলতে পারেন। খারাপ লাগলে ঘুমাতে পারেন।

.

দুটো বিষয় জোর দিয়ে মাথায় রাখবেন: কোনো অবস্থাতেই ইতিকাফের নির্ধারিত স্থান (মসজিদ) ছেড়ে একটুও অন্যত্র যাওয়া যাবে না। তাহলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। একমাত্র প্রস্রাব-পায়খানার জন্য বাথরুম বা ওয়াশরুমে যেতে পারেন। শুধু গোসলের উদ্দেশ্যে বা ফ্রেশ হওয়ার জন্য যাওয়ারও সুযোগ নেই। অজু করতে যেতে পারবেন। গোসল যদি করতেই হয় তাহলে, কেবল প্রস্রাব-পায়খানা করে ফেরার সময় ''অজু করতে যে সময়টুকু লাগে'' এটুকু সময়ে শরীরে পানি ঢেলে দ্রুত ইতিকাফের স্থানে চলে আসতে হবে। সাবান, শ্যাম্পু, ফেইসওয়াশ ইত্যাদি ব্যবহার করে সময় নষ্ট করা যাবে না। তবে, ইতিকাফের স্থানে বসে এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। এরপর যখন প্রস্রাব-পায়খানা করতে যাবেন, তখন অজু করার সময় হাত-মুখ, মাথা ইত্যাদি ধুয়ে ফেলতে পারেন বা শরীরে কিছু পানি দিয়ে দ্রুত চলে আসতে পারেন। এছাড়া ইতিকাফের স্থানে বসে তেল, লোশন, ক্রিম, চিরুনি ইত্যাদি সব ধরনের বৈধ প্রসাধনী ব্যবহার করা যাবে। কেবল জুমার দিনে গোসলের জন্য আলাদা সময় ব্যয় করে ভালোভাবে গোসল করার সুযোগ আছে।

.

ইতিকাফকারীদের উচিত বেশি পরিমাণে দু‘আ করা। কারণ এমন মর্যাদাপূর্ণ আমলরত অবস্থায় দু‘আ কবুলের ব্যাপারে অধিক আশাবাদী হওয়া যায়। অবশ্যই ‘আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউ-উন তুহিব্বুল আফওয়া ফাফু আন্নি’ দু‘আটি অর্থের দিকে খেয়াল রেখে মনোযোগের সাথে আবেগ দিয়ে প্রতি রাতে বেশি করে পড়বেন। তৃতীয় পর্বে দু‘আটি আরবিসহ দিয়েছি। লাইলাতুল কদরের সবচেয়ে স্পেশাল আমলই এটি। প্রতি রাতে বেশি বেশি পড়বেন। এছাড়া আরও পড়বেন, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আ-ফিয়াহ’

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ)

.

অর্থ হলো: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাই। এটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত সবচেয়ে ব্যাপকার্থক দু‘আ।

সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন আমলগুলো করবেন। সেজন্য হিসনুল মুসলিম অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তাহলে যেসব দু‘আ মুখস্থ নেই, সেগুলো আপাতত দেখে পড়তে পারবেন। তবে, মুখস্থ পড়াই ভালো। শিখে নেবেন। আর প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরের এবং ঘুমের আগে-পরের আমলগুলোও মনোযোগের সাথে সম্পন্ন করবেন। প্রতি রাতে সুরা মুলক পড়বেন। জুমার দিন সুরা কাহাফ পড়বেন। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তিন কুল ১ বার করে পড়বেন আর সকাল-সন্ধ্যায় ও ঘুমের আগে ৩ বার করে পড়বেন এবং আয়াতুল কুরসি ১ বার করে পড়বেন। রাতে সুরা বাকারার শেষ ২ আয়াতের আমল মিস করবেন না।

.

প্রতিটি রাতে অধিক ফজিলতের আমলগুলো বেশি করে করবেন। কারণ জোড়-বিজোড় যেকোনো রাতেই কদর হতে পারে। যদিও জোড় রাতে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এ বিষয়ে আমরা একটি পর্বে দলিলসহ আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। তাই, প্রতি রাতেই বেশি বেশি সুরা ইখলাস পড়বেন। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা হাউলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম—একেকটি কয়েকশো বার করে পড়বেন। দরুদ এবং ইস্তিগফার পড়বেন প্রচুর পরিমাণে। নামাজে পড়ার দরুদ (দরুদে ইবরাহিম) এবং সায়্যিদুল ইস্তিগফারকে প্রাধান্য দেবেন। তবে, অন্যগুলোও করতে সমস্যা নেই।

.

মনের যত রোগ: হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া (লৌকিকতা), লোভ-লালসা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, কুধারণা ইত্যাদি বিষয়গুলো থেকে মুক্ত থাকার এক উত্তম প্রশিক্ষণ হতে পারে ইতিকাফে।

.

একটি নোটখাতা বা ডায়েরি রাখতে পারেন। ইতিকাফ অবস্থায় মনে আসা ভালো ভালো চিন্তা ও অনুভূতিগুলো টুকে রাখবেন। সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে। তবে, বেশি সময় ব্যয়

করবেন না বা সাহিত্যচর্চা করতে যাবেন না। চাইলে মোবাইলে নোটপ্যাডেও টুকে রাখতে পারেন।

তাওবাহ-ইস্তিগফারে সর্বোচ্চ মনোনিবেশ করবেন। যেন এই ইতিকাফেই নিজের সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারেন আল্লাহর কাছ থেকে। এই কাজটি করতে পারলে ইতিকাফ স্বার্থক বলা যাবে।

.

আমলের মধ্যে ভেরিয়েশান বা বৈচিত্র রাখবেন। তাহলে কোনো আমলে একঘেয়েমি বা ক্লান্তি আসবে না। সব ধরনের আমলের স্বাদ আস্বাদন করবেন।

.

সকল মুমিন-মুসলিমের জন্য প্রাণখুলে দু'আ করবেন। বিশেষ করে যারা অন্যায়ভাবে জুলুমের শিকার—মজলুম, অন্যায়ভাবে কারাবন্দী, ঋণগ্রস্ত, বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত, বেকার, যাদের বিবাহ হচ্ছে না বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন দেশে প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হওয়া মুসলিম, নিজের বাবা-মা ও আত্মীয় স্বজন এবং মৃত সকল মুসলিমের জন্য।

#Nusus

উপসংহার

ই'তিকাফকারীর জন্য করণীয় হ'ল, সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থেকে বেশী বেশী ছালাত আদায়, ক্বুরআন তেলাওয়াত, যিকির এবং আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। বিশেষ করে বেজোড় রাত্রিগুলোতে লায়লাতুল ক্বদর অন্বেষণ করা। শুধু ঘুমালে ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হাছিল হবে না। অনেককে দেখা যায়, ই'তিকাফে বসে দুনিয়াবী অহেতুক কথা, কাজ বা খোশ-গল্পে মত্ত থাকে, যা ই'তিকাফের বৈশিষ্ট্য

পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও সাহাবীগণের এতেকাফ এরূপ ছিল না।(মাসিক আত তাহরীক)

এতেকাফকারী আল্লাহর নৈকট হাসিল করে।

পরিশেষে একটি হাদিস দিয়ে শেষ করছি,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন , এতেকাফকারী যাবতীয় গুনাহ হতে মুক্ত থাকে এবং তাহার জন্য ওই পরিমাণ নিয়ে কি লেখা হয় যে পরিমাণ আমল কারীর জন্য লিখা হইয়া থাকে।(মিশকাত)

এই হাদিসে এতেকাফের দুইটি বিশেষ উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে।

—-----------শের—----------

অর্থাৎ, হে শহীদি!আল্লাহর অপার অনুগ্রহ তো সকলের প্রতি সমান বর্ষিত হয় যদি তুমি যোগ্য হইতে তবে তোমার প্রতি তো তাহার কোন জিদ ছিল না।

অর্থ, সামান্য বাহানায় অনেক কিছু দিয়া দেন আবার অনেক যোগ্যতার পরও কিছু দেন না।(ফাজায়েলে রমজান)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তার বন্দেগী করার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين